যিলহজের প্রথম দশক

(ফযিলত ও বিধি-বিধান)

মূল

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম

আর রিসালাহ টীম

সম্পাদনা

জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

যিলহজ মাসের আমল : আহমাদ মূসা জিবরীল ৯

ভূমিকা.. ১০

এই দশ দিনের তাৎপর্য ১১

১. স্বয়ং আল্লাহ এই দিনের কথা উল্লেখ করেছেন.................১১

২. কুরআনে এই দিনগুলোর ব্যাপারে শপথ ১২

৩. সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম দিন...........................১২

৪. বিপুল ফজিলতপূর্ণ দিন.. ১৩

৫. কয়েকজন সাহাবি এবং তাবিয়ির আমল........................১৪

৬. দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ ১৪

৭. এই দিনগুলো কি রমজানের শেষ দশক হতেও উত্তম?......১৪

এই দশকের আমল...১৬

১. যিকির-আযকার... ১৬

ইস্তিগফার করা ১৬

দরুদ ও সালাম পেশ করা.................................. ১৭

হাদীসের তসবিহ পাঠ ১৭

তাকবিরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য........................১৮

তাকবিরে যুক্ত হতে পারে এই শব্দগুলো.................. ১৯

২. সাধ্যমতো রোজা রাখা.. ২০

৩. যথাসম্ভব দান-সাদাকা করা ২১
৪. কুরআন তিলাওয়াত ২২
৫. অবিরত এবং অবিচলভাবে দুআ করতে থাকা ২৫
৬. কিয়ামুল লাইল ২৭
৭. আরাফার দিনের মর্যাদা ২৭
৮. দশ তারিখে পশু কুরবানি ২৯
৯. তাওবা ও ইস্তিগফার ৩১
তাওবার নিয়ম ৩৩
১০. সুন্নত ও নফল নামাজ ৩৪

যিলহজের প্রথম দশক : সালিহ আল মুনাজ্জিদ ৩৫

১. আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ দিনসমূহ ৩৬
২. বান্দার প্রতি বিশেষ উপহার ও অফার ৩৬
৩. যিলহজের প্রথম দশ দিন বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ৩৬
৪. আমলের সর্বোত্তম সময় ৩৭
৫. অন্য সময়ের তুলনায় বেশি ফজিলত ৩৭
৬. রমজানের শেষ দশ দিনের চেয়েও উত্তম ৩৮
৭. বড় বড় সব নেক আমলের সম্মিলন ৩৮
৮. আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলোর শপথ করেছেন ৩৮
৯. কুরআনে ঘোষিত বরকতময় দিন ৩৯
১০. হজের সর্বশেষ সময় ৩৯
১১. আরাফার দিন ৪০
১২. বড় হজের দিন ৪০
১৩. ফজিলতের কারণ ৪১

১৪. সালফে সালেহীনদের আমল ৪১

১৫. অলসতা নয় ৪২

১৬. কোনোভাবেই সময় নষ্ট করা যাবে না ৪২

১৭. কবুল হজ ৪৩

১৮. সর্বাবস্থায় যিকির..৪৩

১৯. তাসবিহ-তাহলিল-তাহমিদ ৪৩

২০. চিরস্থায়ী নেক আমল ৪৪

২১. উচ্চস্বরে তাকবির.. ৪৪

২২. দুজন সাহাবির আমল.. ৪৫

২৩. সাহায্য ও বিজয় কামনা করা ৪৫

২৪. তাকবিরের প্রকারভেদ.. ৪৫

২৫. আইয়ামে তাশরীকের তাকবির.................................... ৪৬

২৬. সর্বোত্তম তাকবির ৪৬

২৭. যিলহজ মাসের রোজা... ৪৬

২৮. আরাফার দিনের রোজা ৪৭

২৯. রাত থেকেই নিয়ত করা..৪৭

৩০. পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেওয়া ৪৮

৩১. আমার সব গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়.........................৪৮

৩২. এক খতম কুরআন...৪৮

৩৩. রাতের নামাজ ৪৮

৩৪. একটি অবহেলিত আমল ৪৯

৩৫. দান-সদাকা ৪৯

৩৬. মুসলিম ভাইকে খুশি করা ৫০

৩৭. হাজীদের পরিবারের খোঁজখবর রাখা.........................৫০

৩৮. কুরবানি..৫০
৩৯. চুল ও নখ না কাটা ৫১
৪০. নব উদ্যমে আমল শুরু করা ৫১
৪১. যিকির-আযকার ও নামাজ.. ৫২
৪২. গুনাহের ধারেকাছেও যাব না.................................... ৫২
৪৩. পুরো বছরের রসদ..৫৩
৪৪. আমাদের অধীনস্থ যারা..৫৩

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি মাস সৃষ্টি করেছেন। আর রমজানকে নির্ধারণ করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে বাড়তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য। ঠিক একইভাবে আল্লাহ যখন দিবস সৃষ্টি করলেন, তখন যিলহজের প্রথম দশ দিনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন বাকি দিনগুলোর ওপর।

ইবাদতের এই মৌসুম অনেকগুলো উপকার নিয়ে আসে। যেমন : আমাদের ভুলগুলো শুধরানোর সুযোগ, আমাদের অপূর্ণতাগুলোকে পূর্ণতা দান করার সুযোগ। অথবা হাতছাড়া হওয়া ইবাদত পূরণ করে নেওয়ার সুযোগ। অনেকে হয়তো রমজান বা তার পরের কিছু ইবাদত হাতছাড়া করে ফেলেছেন আর পরে আফসোস করেছেন। এখন আমাদের সেই ইবাদতগুলো পুষিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ এল। প্রতিটি বিশেষ সময়েরই কিছু না কিছু বিশেষ ইবাদত থাকে। যেন এগুলোর দ্বারা বান্দা তার রবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে যিলহজের এই বিশেষ দিনগুলোরও এমন কিছু ইবাদত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেন।

কামিয়াব তো সেই বান্দা, যে কিনা এইসব বিশেষ মাস, দিন আর মুহূর্তগুলো সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে সে আল্লাহর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তার অন্তরে এই খুশি বিরাজ করে যে, সে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে।

এই দশ দিনের তাৎপর্য

এই দিনগুলোই হলো সেই সময়, যখন অধিকাংশ হাজী সাহেব মক্কা সফর করেন এবং হজ সম্পন্ন করে থাকেন। এই দশ দিনে হাজীরা যেমন অধিক সওয়াব লাভের সুযোগ পান, তেমনি যারা হজে যেতে পারেননি কোনো কারণে—তাদেরও অন্যসব ইবাদতের মাধ্যমে অধিক সওয়াব হাসিল করার সুযোগ থাকে।

১. স্বয়ং আল্লাহ এই দিনের কথা উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

“যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও।”[১]

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, এখানে ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ বলতে যিলহজের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এই নির্ধারিত দশ দিন হলো (যিলহজের) প্রথম দশ দিন।”[২]

---

[১] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

[২] বুখারি, ৯৬৯, আবু দাউদ, ২৪৩৮।

২. কুরআনে এই দিনগুলোর ব্যাপারে শপথ

কোনোকিছুর নামে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শপথ সেই বিষয়ের অপরিসীম গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

"শপথ ঊষার। এবং শপথ দশ রজনীর।"[১]

ইবনু আব্বাস, ইবনুল জুবাইর, মুজাহিদসহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলিমগণের অভিমত হলো: এই আয়াতে 'দশ রজনী' বলতে যিলহজের প্রথম দশ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে।[২] ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই মতটির ব্যাপারে বলেছেন যে, এটিই সঠিক মত।

৩. সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম দিন

হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর কাছে যিলহজের প্রথম দশ দিন থেকে মর্যাদাপূর্ণ দিন আর নেই। এই দিনগুলোতে করা ইবাদতের চেয়ে প্রিয় ইবাদত আর নেই। এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) তাকবির (اللهُ أَكْبَرُ) এবং তাহমিদ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) পড়ার কথাও বলা হয়েছে।[৩]

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যিলহজের দশ তারিখে হজ চলাকালীন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামারাতের[৪] মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"আজকের দিনটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারংবার বলতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি)।"

---

[১] সূরা ফাজর, ৮৯ : ১-২।

[২] তাফসীরে তাবারি, ২৪/৩৯৬

[৩] মুসনাদে আহমাদ, ৭/২২৪, আহমাদ শাকির একে সহীহ বলেছেন

[৪] মিনায় অবস্থিত তিনটি পাথরের স্তম্ভ। শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে পাথর নিক্ষেপ করা হজের একটি বিধান।

এরপর তিনি মানুষদের বিদায় দিলেন। তাই লোকেরা বলতে থাকল, এটা বিদায় হজ।[১]

আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মিনায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা কি জানো, আজকে কোন দিন?"

লোকেরা উত্তর দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "আজকের দিনটি হলো ইয়াউমুল হারাম (পবিত্র দিন)। তোমরা কি জানো, এই শহরটার নাম কী?"

লোকেরা জবাব দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "বালাদুন হারাম (পবিত্র শহর)। তোমরা কি জানো, এই মাসটা কী মাস?"

লোকেরা উত্তর দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "এই মাসটি হলো হারাম (পবিত্র মাস)।" এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ

"তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের কাছে যেমন পবিত্র, ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই শহর ও এই মাস। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"[২]

৪. বিপুল ফজিলতপূর্ণ দিন

জিহাদের ফযিলতের তুলনায় আর কোনো ইবাদতের ব্যাপারেই এত বেশি সংখ্যক হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকেও উত্তম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] বুখারি, ১৭৪২।
[২] বুখারি, ৪৪০৬।

ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, কেউ যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে ইবাদতকারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে চায়, তাহলে তাকে তার সম্পদ আর পরিবার নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহীদ হতে হবে। তবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অন্য কোনো দিনের কোনো আমলই এই দিনগুলোতে (যিলহজের প্রথম দশ দিনে) করা ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।"

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়?"

তিনি বললেন, "এমনকি জিহাদও নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায়, আর সেগুলোর কোনোকিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।"[১] অর্থাৎ, জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।

৫. কয়েকজন সাহাবি এবং তাবিয়ির আমল

কয়েকজন সাহাবি এবং তাবিয়ির (সাইদ ইবনু জুবাইরও তাঁদের একজন) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন যিলহজের প্রথম দশ দিন আসতো, তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতেন। এত বেশি পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগি করতেন যে, এর চেয়ে বেশি ইবাদত করা আর সম্ভব ছিল না।

৬. দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই দিনগুলো এত মর্যাদাপূর্ণ কারণ এই সময়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহ পালন করা হয় যা আর অন্য কোনো সময়েই হয় না। (অর্থাৎ, সালাত, দান-সাদাকা, সাওম এবং হজ সব ইবাদতই করা হয়)।

৭. এই দিনগুলো কি রমজানের শেষ দশক হতেও উত্তম?

[১] বুখারি, ৯৬৯; তিরমিযি, ৭৪৭।

এই দশ দিনের তাৎপর্য

অধিকাংশ আলিম এই মত দিয়েছেন যে, যিলহজের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন থেকে উত্তম।[১] কেননা রমজানের শেষ দশদিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে 'লাইলাতুল কদর'-এর কারণে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। হাদীসে আমরা দেখতে পাই, যিলহজের প্রথম দশদিনের প্রত্যেক দিন এবং রাতের ইবাদত—লাইলাতুল কদরের ইবাদতের সমতুল্য। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর (নফল) ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ মাসের দশ দিনের ইবাদাত হতে বেশি প্রিয়। এই দশ দিনের প্রতিটি রোজা এক বছরের রোজার সমকক্ষ এবং এর প্রতিটি রাতের ইবাদত কদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য।"[২]

[১] শাইখুল মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-আলওয়ান তাঁর সহীহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, "রমজানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ নাকি যিলহজের প্রথম দশ দিন, এই ব্যাপারে উলামাগণ মতবিরোধ পোষণ করেছেন। ফুকাহাদের একদল বলেছেন যে, রমজানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ। অপরদল বলেছেন, যিলহজের প্রথম দশ দিনই শ্রেষ্ঠ। আরেকদল আলিম আরও গভীর বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই রমজানের শেষ দশ রাত যিলহজের শেষ দশ রাত থেকে উত্তম। এবং যিলহজের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন থেকে উত্তম। আর এটা হলো ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ-সহ কয়েকজনের মত। এই মতটি আরও একটু ভালোভাবে দেখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "আর কোনো দিবসই.... (যিলহজের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম নয়)।" আর হাদীসে সাধারণভাবে আল-ইয়াওমা সম্বোধন করা হয়েছে, যা মূলত রাত আর দিন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা)। তাই যা বললে আরও সঠিক হয় তা হলো, নিশ্চয়ই যিলহজের প্রথম দশক, রমজানের শেষ দশকের চেয়ে উত্তম। রাত ও দিনের পার্থক্য (করে বলার প্রয়োজন) নেই। আর লাইলাতুল কদরের রাত যখনই হয়, তা যিলহজোর দশ দিন আর রাত থেকেও উত্তম। কেননা, এই রাত একাই জিলহজের দশ দিন ও রাত থেকে উত্তম। আর রমজানের বাদবাকি রাতের চেয়ে যিলহজের রাতগুলো উত্তম।

[২] তিরমিযি, ৭৫৮; ইবনু মাজাহ, ১৮০০; হাদীসটির সনদ গরিব।

এই দশকের আমল

১. যিকির-আযকার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِه الأيَّامِ العشرِ فأكثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيحِ والتَّكبيرِ

"এই দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তাই তোমরা এই সময়ে তাহলিল, তাহমিদ, তাসবিহ ও তাকবির বেশি বেশি করে পড়ো।"[১]

➡ তাহলিল অর্থাৎ, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"
➡ তাহমিদ অর্থাৎ, "আলহামদু-লিল্লাহ" পড়া।
➡ তাসবিহ অর্থাৎ, "সুবহানাল্লাহ"
➡ তাকবির অর্থাৎ "আল্লাহু আকবার" বলা।

❋ ইস্তিগফার করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "শেষ বিচারের দিন কেউ

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৭/২২৪, শুআবুল ঈমান, ৩৪৭৪; আহমাদ শাকির সনদকে সহীহ বলেছেন।

যদি নিজ আমলনামা হাতে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়, তাহলে সে যেন বেশি বেশি ইস্তিগফার করে।”

ইস্তিগফার কেবল নিজের জন্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। বরং পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করে, তবে সে উম্মাহর প্রত্যেকের জন্যই নেকি পেয়ে যাবে। তাই পড়া যেতে পারে :

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

❋ দরুদ ও সালাম পেশ করা

যখনই কেউ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ পড়ে, তখন একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বলে : অমুকের ছেলে তমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে। যখনই আপনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করেন, তখন একজন ফেরেশতাও আপনার ওপর সালাম পেশ করে থাকে। আর কারও জন্য ফেরেশতাদের সালাম হলো আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়া।

❋ হাদীসের তসবিহ পাঠ

তাসবিহগুলো সবসময়ই আমাদের অন্তরে ও জিহ্বায় থাকা উচিত। তবে যিলহজের এই দিনগুলোর এজন্য এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ-স্বরূপ, যখন কেউ সকালে গাড়িতে করে কাজে যায় কিংবা বিকালে অফিস থেকে ফিরে, অথবা কোনো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, অথবা যখনই কেউ অবসর পায়—তখনই উচিত আল্লাহর যিকির করা।

আবু হামযা বলেন, “আপনার পক্ষে এটা দাবি করা অসম্ভব যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন কিন্তু একাগ্রভাবে তাঁর প্রশংসা করছেন না। আর এটা অসম্ভব যে, আপনি একনাগাড়ে আল্লাহর প্রশংসা করছেন, কিন্তু এর মিষ্টতা

উপলব্ধি করছেন না। আর এটাও অসম্ভব যে, আপনি আল্লাহর প্রশংসা করে জীবনে মিষ্টতা উপলব্ধি করছেন, কিন্তু আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে পড়ে আছেন।”

সবসময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে না পারা মূলত মুনাফিকের লক্ষণ। এর নিজের মধ্যেই বিপদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন লোক-দেখানোর জন্য অলসভাবে দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।”[১]

আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আল্লাহ তাআলা সকল ইবাদতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ওজরের সুযোগ রেখেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যিকির। যিকিরের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই এবং কোনো অজুহাত নেই।”

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

“অতঃপর যখন তোমরা নামাজ পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করবে।”[২]

❋ তাকবিরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

যিলহজের প্রথম দশ দিন পুরুষদের তাকবির হবে **সশব্দে**। এই দশ দিনে তাকবির, তাহমিদ, তাহলিল এবং তাসবিহ পড়া হলো সুন্নাহ। আর এই সময়ে

[১] সূরা নিসা, ৪ : ১৪২।
[২] সূরা নিসা, ৪ : ১০৩।

ঘরে, বাইরে, মসজিদে, রাস্তায় যেখানেই আল্লাহর যিকির জায়িজ আছে, সেখানেই সশব্দে আল্লাহ তাআলার যিকির এবং বড়ত্ব ঘোষণা করা উত্তম ইবাদত। পুরুষরা এই যিকিরগুলো করবে **সশব্দে** আর নারীরা করবে **নীরবে**। এর দলিল হলো পূর্বে উল্লেখিত আয়াত :

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۟

٨٢

“যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও।”[১]

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, আয়াতে উল্লেখিত ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ হলো যিলহজের প্রথম দশ দিন।

❋ তাকবিরে যুক্ত হতে পারে এই শব্দগুলো

“আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ।” এছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য তাসবিহও যুক্ত হতে পারে। আজকের যুগে তাকবির তো এক ভুলে যাওয়া সুন্নাহতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত যিলহজের প্রথম দিনগুলোতে। এটা এতটাই হারিয়ে গিয়েছে যে, একেবারে গুটিকয়েক বান্দা ছাড়া কারও কাছে লোকেরা (সজোরে) তাকবির শুনে না বললেই চলে। মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার জন্য এবং উদাসীনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই তাকবির সশব্দে পড়তে হবে।

ইবনু উমর এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম যিলহজের প্রথম দশ দিন বাজার এলাকায় গিয়ে সশব্দে তাকবির দিতেন। লোকেরা তাঁদের তাকবির শুনে নিজেরাও তাকবির দিতো। মানুষকে তাকবির দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে

[১] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

দেওয়ার কারণ হলো—প্রত্যেককে এই তাকবির আলাদাভাবে দিতে হবে, জামাআতবদ্ধভাবে নয়। কেননা শরীয়তে এই তাকবির জামাআতবদ্ধভাবে দেওয়ার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।

২. সাধ্যমতো রোজা রাখা

অন্যসব আমলে আল্লাহ তাআলা সওয়াব বৃদ্ধি করেন সাত গুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত। একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসিতে বলেছেন যে, "রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।"[১]

আমরা তো জানি নামাজ আল্লাহর জন্য, যিকির আল্লাহর জন্য, সমস্ত ইবাদতই আল্লাহর জন্য। কিন্তু কেন আল্লাহ তাআলা রোজার বিষয়টিই শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করলেন? আপনাদের কী মনে হয়?

এর কারণ হলো, রোজা এমন এক গোপন ইবাদত যেখানে এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। কেউই জানে না আপনি কি সত্যিই রোজা ছিলেন নাকি রোজার ভান করে ছিলেন। আর তাই আপনার রোজার জন্য আল্লাহ তাআলা নিজে প্রতিদান দেবেন। এইসব জান্নাতিদের আল্লাহ তাআলা বলবেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে খাও এবং পান করো, বিগত দিনে তোমরা যা (নেক আমল) করেছিলে তার প্রতিদান-স্বরূপ।"[২]

রোজা ভাঙার পূর্বমুহূর্তে রোজাদারের একটি দুআ কবুল হয়। এটাও পুরস্কার হিসেবে পেয়ে থাকে সে।

ইবরাহিম বিন হানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মৃত্যুর সময় রোজা অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে যান। আর তাই তাঁর পুত্র পানি নিয়ে এসে পিতাকে পান করতে বললেন। ইবরাহিম জিজ্ঞেস করলেন, "মাগরিবের ওয়াক্ত কি হয়ে গেছে?" ছেলে বলল, "না।" বাবা বললেন, "এরকম একটি

[১] বুখারি, ১৯০৪; মুসলিম, ১১৫১।

[২] সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।

দিনের জন্যই তো মানুষ আমল করে থাকে।" অতঃপর রোজারত অবস্থায়ই তিনি রব্বে কারিমের নিকট চলে গেলেন।

নাফিসা বিনতু হাসান বিন জাইদ নামের এক মহীয়সী নারীও মৃত্যুশয্যায় রোজা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করলে তিনি বলেছিলেন—"সুবহানাল্লাহ! আমি ৩০ বছর ধরে আল্লাহর কাছে রোজা অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দুআ করেছি, আর তুমি কিনা আমার রোজা ভাঙতে চাইছো?" এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে করতে মারা গেলেন :

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۱﴾

"বলো, আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? বলো, আল্লাহর জন্য; অনুগ্রহ করাকে তিনি তাঁর নীতি হিসেবে স্থির করেছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।"[১]

৩. যথাসম্ভব দান-সাদাকা করা

যদিও সারা বছর জুড়ে আমাদের দান-সাদাকা করা উচিত, তবে যিলহজের প্রথম দশকে দানের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾

"বলো, আমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।"[২]

---

[১] সূরা আনআম, ৬ : ১২।

[২] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।